কুষ্টিয়ায় খাল খনন প্রকল্পে দুর্বৃত্তদের হামলা, দুটি স্কেভেটরে আগুন

কুষ্টিয়ার খোকসায় চলমান খাল খনন প্রকল্পে দুর্বৃত্তদের হামলায় দুটি স্কেভেটরে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় পাঁচজন শ্রমিক আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

বুধবার দিবাগত রাত আনুমানিক ১টার দিকে উপজেলার হেলিপট খানপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, গত ১৬ এপ্রিল খোকসা উপজেলার মোড়াগাছা এলাকায় ২ হাজার ৫০০ মিটার খাল খনন কাজের উদ্বোধন করেন আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। প্রকল্পটির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছালে বুধবার গভীর রাতে একদল মুখোশধারী দুর্বৃত্ত হামলা চালায়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তরা দুইটি চলন্ত স্কেভেটর থামিয়ে চালকসহ পাঁচজন শ্রমিককে মারধর করে। পরে তারা স্কেভেটরের ব্যাটারি খুলে নিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এছাড়া শ্রমিকদের মোবাইল ফোন ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ছিনিয়ে নেয় হামলাকারীরা।

খবর পেয়ে খোকসা উপজেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা দোস্তোগার সাগর ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে খোকসা ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে কুষ্টিয়া জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা রেজিবুল ইসলাম বলেন, “গত রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টার দিকে অস্ত্রধারী মুখোশধারী দুর্বৃত্তরা শ্রমিকদের ওপর হামলা চালায়। তারা মোবাইল ফোন, ব্যাটারিসহ বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ছিনিয়ে নেয় এবং স্কেভেটরে আগুন ধরিয়ে দেয়।”

খোকসা উপজেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা দোস্তোগার সাগর বলেন, “এ প্রকল্পের কাজে কারও সঙ্গে কোনো ধরনের বিরোধ ছিল না। কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে ছিল। আরও দুই দিনের মধ্যেই খনন কাজ শেষ করা সম্ভব হতো। কিন্তু দুইটি স্কেভেটরে আগুন দেওয়ায় ব্যাপক

ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।”

খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোল্লা জাকির হোসেন বলেন, “ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আশা করছি দ্রুতই তাদের আইনের আওতায় আনা সম্ভব হবে।”

গাংনীতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়লো বসতবাড়ি ও পানের বরজ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুরে মধ্যরাতে গোয়ালঘরে আগুন লেগে তিনটি গরু দগ্ধ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে দুটি গরু পুড়ে মারা গেছে। আগুনে বসতবাড়ি ও পাশের পান চাষের বরজ পুড়ে যায়। এক নিমিষেই তিন বিঘা জমির পানের বরজসহ চারটি পরিবারের স্বপ্ন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

প্রাথমিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২০ লাখ টাকা বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ঘটনাটি সোমবার মধ্যরাত ১২টার দিকে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের মিলিটারি পাড়ায় মিন্টু হোসেনের বাড়িতে ঘটে। পানের বরজের মালিকরা হলেন একই এলাকার নজরুল ইসলাম ও ইন্তাজুল হক।

স্থানীয়দের ধারণা, গরু রাখা গোয়ালঘর থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত মিন্টু হোসেন বলেন, “রাতে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ আগুনের লেলিহান শিখা দেখে বাড়ির দিকে ছুটে আসি।

কোনোভাবে পরিবারের সদস্যদের ঘর থেকে বের করতে পেরেছি। কিন্তু আমার তিনটি গরু, মুরগি ও ঘরের সব আসবাবপত্র চোখের সামনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গরুগুলো ঋণের টাকায় কিনেছিলাম। এখন কীভাবে সেই ঋণ শোধ করবো বুঝতে পারছি না। গতকাল সব ছিল, আজ আমি নিঃস্ব।”

পান চাষি নজরুল ইসলাম বলেন, “বাড়ির পাশে দুই বিঘা জমিতে পানের আবাদ ছিল। রাতে শুনতে পাই বরজে আগুন লেগেছে। স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও ততক্ষণে সব পুড়ে গেছে। আমি জমি লিজ নিয়ে চাষ করেছিলাম, এখন সব শেষ।”

আরেক চাষি ইন্তাজুল হক বলেন, “রাতের আগুনে আমাদের বরজের সব পান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আমি ও আমার পরিবার পথে বসে গেছি। প্রায় ১৭ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।”

স্থানীয় ইউপি সদস্য রফিকুল ইসলাম জানান, মধ্যরাতে মিন্টু হোসেনের গোয়ালঘরে আগুন লাগে। এতে তিনটি গরু দগ্ধ হয়, যার মধ্যে দুটি মারা গেছে। গরুগুলোর আনুমানিক মূল্য প্রায় সাড়ে ৩ লাখ টাকা। মিন্টু একজন অসহায় মানুষ; ঋণ করে গরু কিনেছিলেন, এখন তার সবকিছুই পুড়ে গেছে।

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলম হুসাইন বলেন, “আগুনে একটি পরিবারের বসতবাড়ি ও তিনটি গরু পুড়ে গেছে। পাশাপাশি পানের বরজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২০ লাখ টাকা। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াতে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করা হবে এবং বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।”

গাংনীতে গম ক্ষেতে আগুন, ২৫ লাখ টাকার গম ভস্মীভূত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ মাঠে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ১০০ বিঘা জমির গম পুড়ে ভস্মীভূত হয়েছে। এতে কৃষকদের অন্তত ২৫ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় কৃষকরা জানান, গম কাটার পর খড় পরিষ্কার করতে কৃষকরা আগুন দিয়ে থাকেন। হাড়িয়াদহ গ্রামের কৃষক ওসমান আলী তার জমির খড় পোড়াতে আগুন দিয়েছিলেন। একপর্যায়ে আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বাতাসের বেগ বেশি থাকায় মুহূর্তেই আগুন পুরো মাঠজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

অল্প সময়ের মধ্যেই বিস্তীর্ণ এলাকা আগুনে পুড়ে যায়।

স্থানীয় কৃষকরা প্রথমে নিজেরাই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। ঘরে তোলার আগ মুহূর্তে পুরো খেতের গম পুড়ে যাওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন এ এলাকার চাষিরা।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মতিয়ার রহমান বলেন, ঘটনাস্থলে একজন কর্মকর্তাকে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হবে।

কেউ বেয়াদবি করলে আগুনের ফুলকি দেখতে পাবা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে দলের নারী শাখার প্রচার কার্যক্রমে বিভিন্ন স্থানে বিএনপি’র বাধা দেওয়ার ইঙ্গিত করে ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, বেয়াদবি করলে আগুনের ফুলকি দেখানো হবে।

তিনি বলেছেন, ‘দিশেহারা কেউ কেউ জনগণের ভোটে পরাজিত হওয়ার ভয়ে ১১ দলের পক্ষে যে-সব মা-বোনেরা নির্বাচনী ক্যাম্পেইনে যাচ্ছেন, তাদের সাথে অমানবিক আচরণ করছে, অভদ্র আচরণ করছে। আমাদের নতুন করে সুড়সুড়ি দিও না, আমাদের পরীক্ষা করার কিছুই নেই। জামায়াতের কর্মীরা এক আল্লাহ ছাড়া, হিমালয়ের সামনেও মাথানত করে না। আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিও না। সুতরাং বেয়াদবি করলে আগুনের ফুলকি দেখানো হবে।’

চুয়াডাঙ্গায় গতকাল সোমবার এক নির্বাচনী জনসভায় এসব কথা বলেন, জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান। এদিন বিকেল ৫টার দিকে শহরের টাউন ফুটবল মাঠে আয়োজিত এ জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন তিনি।

জামায়াতে ইসলামী থেকে নির্বাচিত হলে জনপ্রতিনিধি ও তাঁর স্বজনদের সম্পদের হিসাব প্রতিবছর প্রকাশ করতে বাধ্য থাকবে বলে জানিয়েছেন

দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেছেন, ‘আমাদের যে-সব জনপ্রতিনিধি জয়ী হবেন, তাঁরা কখনো সম্পদের পাহাড় বানাবে না। তাঁদের সম্পদ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে না। প্রতিবছরে তাঁদের এবং স্বজনদের সম্পদের হিসাব প্রকাশ করতে বাধ্য থাকবে।’

বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে যুবসমাজের হাতকে দেশ গড়ার কারিগর হিসেবে গড়তে চান জানিয়ে জামায়াতের আমির বলেন, ‘আজকের যুবসমাজ সেই বস্তাপচা রাজনীতি দেখতে চায় না। ৫৪ বছরে যে রাজনীতি বাংলাদেশকে অন্ধকার গলিতে ঢুকিয়ে দিয়েছে, অন্য রাষ্ট্রকে তাঁবেদারি করেছে সেই রাজনীতি আমরাও চাই না।’

জেলা জামায়াতের আমির রুহুল আমীনের সভাপতিত্বে জনসভায় আরও বক্তব্য দেন, দলের নির্বাহী পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ মোবারক হোসাইন, ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি সিগবাতুল্লাহ্, জাপা’র মুখপাত্র রাশেদ প্রধান, এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক মোল্লা ফারুক এহসান, এবি পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।

হরিণাকুণ্ডুতে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের আগুনে ভস্মীভূত মুদি ও চায়ের দোকান

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেছে একটি মুদি ও চায়ের দোকান।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) দিবাগত রাত ১১টার দিকে উপজেলার গাজীপুর গ্রামের কামাল উদ্দিন কালুর মুদি ও চায়ের দোকানে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

দোকান মালিক কামাল উদ্দিন কালু জানান, আমার এই দোকানই ছিল আমার একমাত্র সম্বল। অগ্নিকাণ্ডে দোকানের অবকাঠামো ও মালামালসহ আনুমানিক লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। এলাকাবাসীর প্রচেষ্টায়

প্রায় এক ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত ঘটে।

এদিকে সময়মতো না পৌঁছানোর অভিযোগ তুলে হরিণাকুণ্ডু ফায়ার সার্ভিসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয়রা। তাঁদের দাবি, ফায়ার সার্ভিসের গাফিলতির কারণেই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে গেছে। এ সময় আগুন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া ফায়ার সার্ভিসের একটি প্রতিনিধি দল কুলবাড়িয়া বাজারে পৌঁছালে জনতা তাদের অবরুদ্ধ করে “ভুয়া ভুয়া” স্লোগান দিতে থাকে।

হরিণাকুণ্ডু ফায়ার সার্ভিসের টিম লিডার ফরহাদ হোসেন ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে বলেন, এই ঘটনায় আমরা সরাসরি কোনো সংবাদ পাইনি। ভুক্তভোগীরা ৯৯৯ লাইনে ফোন করলে আমরা মেসেজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। এক পর্যায়ে স্থানীয় জনতা আমাদের অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে তারা ভুল বুঝতে পেরে আমাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন। এরপর আমরা অবরুদ্ধতা এড়িয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি।

কোটচাঁদপুর শহরের দুই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আগুন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর শহরের দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাঁশ, কাঠ ও টিন দিয়ে নির্মিত পাশাপাশি দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একটিতে চটের বস্তা ও পুরোনো কাগজের দোকান এবং অপরটিতে ফুসকা-চটপটির দোকান ছিল। রাতে দোকান দুটি বন্ধ থাকার সময় স্থানীয়রা চটের বস্তা ও পুরোনো কাগজের দোকান থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে। এ সময় ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হলে তাদের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে

এবং দুইটি প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

অগ্নিকাণ্ডের সময় পুরো শহর বিদ্যুৎশূন্য হয়ে পড়ে। পরে কোটচাঁদপুর ও মহেশপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

কোটচাঁদপুর ফায়ার সার্ভিসের ইনচার্জ আবুল হাসেম জানান, ঘটনাস্থলের আশপাশে পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা না থাকায় আগুন নেভাতে তাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৫ লাখ টাকা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অগ্নিকাণ্ডের সময় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের কাজে সহায়তা করেন।

চটের বস্তা ও পুরোনো কাগজের দোকানের মালিক তৌহিদ অভিযোগ করে বলেন, পরিকল্পিতভাবে তার দোকান পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, প্রায় দুই বছর আগেও একইভাবে রাতে তার দোকানে আগুন লাগানো হলে পাশের চারটি দোকান ভস্মীভূত হয়। সে সময় প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে অভিযোগ করেও কোনো প্রতিকার পাননি। এবারও ব্যবসায়িক দ্বন্দ্বের জেরে আরেক চটের বস্তা ব্যবসায়ীকে এ ঘটনার জন্য দায়ী করেন তিনি।

অন্যদিকে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ফুসকা-চটপটির দোকানের মালিক সাজ্জাদ হোসেন বলেন, গত দুই বছরে এখানে দুইবার আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। কীভাবে আগুন লাগে তা তিনি জানেন না। এবার আগুনে সবকিছু পুড়ে গিয়ে তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে গেছেন বলে জানান।

গাংনীর নওয়াপাড়ায় আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হলো অসুস্থ গরুর মাংস,

বিক্রেতার জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া বাজারে অসুস্থ গরুর মাংস বিক্রির দায়ে আফেজ আলী নামের এক মাংস ব্যবসায়ীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে পরিচালিত অভিযানে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন এই দণ্ড প্রদান করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত মাংস বিক্রেতা হলেন আফেজ আলী (৫০)। তিনি গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া গ্রামের আব্দুল সামাদের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, নওয়াপাড়া বাজারে অসুস্থ গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে—এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় আফেজ আলীকে পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১-এর ২৪(১) ধারায় ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এসময় জব্দকৃত মাংস বিধি মোতাবেক অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়। অভিযানে উপজেলা ভেটেরিনারি সার্জন আরিফুল ইসলাম এবং গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয়রা মাংসে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেন। খোজ নিয়ে জানা গেছে, নওয়াপাড়া বাজারে মাঝে মাঝে কসাইরা এমন অসুস্থ পশু জবাই করে মাংস বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। এ বাজারে আরও বেশি বেশি প্রশাসনের নজরদারী বৃদ্ধির দাবী জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের বাসভবনে আগুন

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের বাসভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার বিকেল চারটার দিকে শহরের কোর্ট মোড় এলাকায় অবস্থিত পুলিশ সুপারের বাসভবনের ভেতর থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। এ সময়

আশপাশের লোকজন সেখানে জড়ো হন। ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের একটি দল দ্রুত সেখানে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রাথমিকভাবে জানা যায়, বাসভবনে থাকা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রটির বিস্ফোরণের ফলে এ ঘটনা ঘটেছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বাসভবনের ডাইনিং স্পেসে রাখা ফ্রিজ, সোফা সেট, চেয়ার, টেবিলসহ অন্যান্য আসবাবপত্র পুড়ে গেছে বলে জানিয়েছে দমকলের দল।

বাসভবনে একা থাকেন বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার। তিনি বলেন, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসভবনে এসে দেখি আগুন জ্বলছে। এখনো ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়নি বলেও জানিয়েছেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী।

আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট কাজ করেছে বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক সাকরিয়া হায়দার।

উল্লেখ্য, এ সময় সংবাদকর্মীরা ভেতরের ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ ধারণ করতে গেলে কর্মরত পুলিশ কনস্টেবলরা গণমাধ্যম কর্মীদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়।

শাহজালাল বিমানবন্দরে ভয়াবহ আগুন, নিয়ন্ত্রণে ২৬ ইউনিট

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো এলাকায় ভয়াবহ আগুনের ঘটনা ঘটেছে। এই আগুন নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ফায়ার সার্ভিসের ২৬টি ইউনিট।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুর সোয়া ২টার দিকে আকস্মিকভাবে এ আগুনের সূত্রপাত ঘটে।

ঘটনার পরপরই বিমানবন্দরের ফায়ার সেকশন, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ফায়ার ইউনিট এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সম্মিলিতভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কার্যক্রম শুরু করে।

এ অবস্থায় বিমানবন্দরের সব ফ্লাইট অপারেশন বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে উল্লেখ করে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সবাইকে নিরাপদ এবং সচেতন থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে।

এদিকে ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার লিমা খানম জানান, আগুনের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের মোট ২৬টি ইউনিট ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। তবে সবকটি ইউনিট এখন পৌঁছায়নি, ৯টি ইউনিট কাজ শুরু করেছে।

প্রাথমিকভাবে অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেননি ফায়ার সার্ভিসের এ কর্মকর্তা।

সূত্র: যুগান্তর।

আলমডাঙ্গা নানবারে পাটকাঠির গোডাউনে আগুন

আলমডাঙ্গা নানবারে পাটকাঠির গোডাউনে আগুন লেগে ৬ লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভস্মীভূত হয়েছে।

জানা গেছে আলমডাঙ্গা উপজেলা গাংনী ইউনিয়নের নানবার গ্রামের আব্বাস আলির ছেলে আকরাম হোসেনের বাড়ি সংলগ্ন পাটকাঠির গোডাউনে আগুন লেগে যায়। গতকাল বুধবার সকাল ৮টার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

বৃহত্তর কুষ্টিয়ার জনপদে ধান পাট ভুট্টা সবজির সাথে পাল্লা দিয়ে পানের চাষ করে থাকে কৃষকরা।এই পান চাষের জন্য পানের বরোজ তৈরি করতে পাটকাঠির প্রয়োজন হয়।তাই পাটকাঠি বর্ষার পরে সঞ্চয় করে রাখে পাটকাঠি ব্যাবসায়ীরা।

এক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুর অসাবধানতার জন্য আগুন ধরে যায় বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। ঘটনাস্থলে প্রত্যেকদর্শী পাটকাঠি ব্যাবসায়ী মোমিন হোসেন বলেন “আকরাম হোসেনের পাটকাঠির গোডাউনে মোট ২৮০০ আঁটি পাটকাঠি মজুত ছিল।যার আনুমানিক মূল্য ৬ থেকে ৭ লক্ষ টাকা।””

সংবাদ পেয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর ও আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের টিম প্রায় ৩ ঘণ্টা পরিশ্রম করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ও আসমানখালি পুলিশ ক্যাম্পে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।